মানুষের মত মানুষ



মানুষের মত মানুষ

গণশিক্ষা গ্রন্থমালা

সমুদ্রগুপ্ত প্রণীত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৫
মূল্য ·৬২ ন. প. মাত্র

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৭

গল্পের যাদুকর

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে গল্প লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন হ্যান্স্ ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসেন। তাঁর খ্যাতি জগৎ-জোড়া। পৃথিবীর বহু ভাষায় এন্ডারসেনের গল্প-গুলির অনুবাদ হয়েছে। এন্ডারসেন ছিলেন ডেনমার্কের লোক। তিনি মোট ১৬৮টি গল্প ও রূপকথা লিখেছিলেন।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ডেনমার্কের ওডেন্সা শহরে এন্ডারসেনের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন গরিব মুচি। এন্ডারসেন যখন খুবই ছোট সেই সময়ে তাঁর বাবা মারা যান। এন্ডারসেনের মা অতি দুঃখে পরের বাড়ির ময়লা কাপড়-চোপড় কেচে ছেলেকে মানুষ করতে থাকেন। এন্ডারসেন ছিলেন ভারি গোবেচারা ও লাজুক ধরনের ছেলে। নিরি-বিলিতে ব'সে বই পড়তে তাঁর খুব ভাল

লাগত। আর নিজে ছোট ছোট নাটক লিখে নিজেই তা অভিনয় করতেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে এন্ডারসেন নিজের শহর ছেড়ে রাজধানীতে আসেন। ডেনমার্কের



হান্স্ ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসেন

রাজধানীর নাম কোপেনহেগেন। এখানেই শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন।

বরাবরই তাঁর ছিল অভিনয়ের ঝোঁক। থিয়েটারে অভিনয় ক'রে টাকাপয়সা রোজগার

করবেন আর সেই সংগে হবে নাম-যশ। একদিন বালক এন্ডারসেন গেলেন এক নাম-করা অভিনেত্রীর বাড়িতে। দু'চার কথায় নিজের পরিচয় দিয়েই পায়ের জুতো খুলে শুরু ক'রে দিলেন অভিনয় আর নাচ। অভিনেত্রী ত' অবাক্! ভাবলেন বুঝি ছেলেটির মাথার ঠিক নেই। মহিলার ভাবগতিক বুঝে এন্ডারসেন লজ জায় ছুটে পালালেন।

এন্ডারসেন কিন্তু কিছুতে দমলেন না। পরে ডেনমার্কের রয়্যাল থিয়েটারে কিছু কাজের যোগাড় হ'ল। এর পর এন্ডারসেন সরকারী সাহায্য পেয়ে এক ইস্কুলে পড়তে যান এবং তেইশ বৎসর বয়স অবধি সেই ইস্কুলে পড়েন।

ইস্কুলের পড়া শেষ ক'রে এন্ডারসেন বই লিখতে শুরু করেন। ছোট ছেলেমেয়েদের রূপকথার লেখক হিসাবে এন্ডারসেনের খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের নানা দেশ থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসতে থাকে। এন্ডারসেন সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং

বহু দেশ ঘুরে বেড়ান। দেশবিদেশের রাজসভায় তিনি প্রচুর সমাদর লাভ করেন।

এন্ডারসেন সত্তর বৎসর বেঁচে ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নি। তাঁর সন্তানের অভাব পূরণ করেছিল দেশবিদেশের ছেলেমেয়েরা, যাদের জন্য তিনি বই লিখতেন। তাদের প্রতি তাঁর মমতার অবধি ছিল না। মরবার আগেই তিনি জেনে গিয়েছেন যে, নানা দেশের ছেলে-মেয়েরা তাঁর লেখা গল্পগুলি পড়তে ভালবাসে, তাঁর গল্পগুলি প'ড়ে আনন্দ পায়।

আজ সারা জগতের চল্লিশটি ভাষায় এন্-ডারসেনের গল্পগুলির অনুবাদ হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশের ছেলেমেয়েরা—এমনকি বুড়োরা পর্যন্ত তাঁর লেখা আনন্দের সংগে পড়ে। ডেনমার্কে আরও অনেক নাম-করা লোক ছিলেন বা আছেন, কিন্তু সবচাইতে নামকরা হচ্ছেন হ্যান্স্ ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

বর্তমান যুগের সবচাইতে বড় বৈজ্ঞানিক ডক্‌টর অ্যালবার্ট আইন্‌স্‌টাইন। আমেরিকার প্রিন্‌স্‌টন শহরে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। ডক্‌টর আইন্‌স্‌টাইন জাতিতে ছিলেন ইহুদী। তিনি ছিলেন জার্মানীর লোক। হিটলারের আমলে ইহুদী ব'লে ডক্‌টর আইন্‌স্‌টাইনকে দেশ-ছাড়া হ'তে হয়। তারপর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে আমেরিকাতেই তিনি শেষ অবধি ছিলেন।

স্যার আইজাক্‌ নিউটনের পর ডক্‌টর অ্যালবার্ট আইন্‌স্‌টাইনের মত এতবড় গণিত-শাস্‌ত্রের পণ্ডিত আর কেউ ছিল না। ডক্‌টর আইন্‌স্‌টাইন সারা জীবন নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার ফলেই আজ মানুষ আণবিক শক্‌তিকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে।

এ পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে, জড় পদার্থ মাত্রেরই গুণ তিনটি—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজন। এ তিনটি গুণের উপর তিনি আরও একটি গুণের সন্ধান দিলেন—সময়।

এই সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি যে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে চালিত হয় গণিত-শাস্ত্রের



অ্যালবার্ট আইন্‌স্টাইন

সাহায্যে সেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মূল সূত্র আবিষ্কার করাই ছিল ডক্‌টর আইন্‌স্টাইনের জীবনের সাধনা।

তাঁর বিখ্যাত আবিষ্‌কার আপেক্ষিকবাদ (THEORY OF RELATIVITY)। ডক্‌টর আইন্‌স্‌টাইনের এই আবিষ্‌কারের পর সে সম্‌বন্‌ধে আরও গবেষণা করেন বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন্‌দ্রনাথ বসু। অধ্যাপক বসু এখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য।

এত বড় বৈজ্ঞানিক হয়েও ডক্‌টর আইন্‌স্‌-টাইন অতি সরল ও সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করতেন। তিনি ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন। সাহিত্য ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য বিষয়। একটি ইস্‌কুলের ছোট মেয়ে আইন্‌স্‌-টাইনকে লজেনজুস উপহার দিয়ে রোজ তাঁকে দিয়ে অঙ্‌ক কষিয়ে নিত। বেশভূষা বা সাজ-গোছের দিকে তাঁর কোন নজরই ছিল না। একটা বিড়াল ছিল তাঁর বড় প্রিয়। সেটাকে নিয়ে এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছোট শিশুর মত এক ভাঙা কৌচে শুয়ে ঘুমোতেন।

আইন্‌স্‌টাইনের সম্‌বন্‌ধে এ রকম আরও অনেক মজার গল্প শোনা যায়।

তিলক মহারাজ

বোম্‌বাইয়ের রত্‌নগিরি নামে ছোট্ট একটা জায়গায় তিলক মহারাজের জন্‌ম হয়। তাঁর পূরো নাম বালগংগাধর তিলক। দেশের লোক ভালবেসে তাঁকে বলত লোকমান্য, যেমন গান্‌ধীজীকে সবাই বলে মহাত্‌মা। তবে তিলক মহারাজ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন।

লোকমান্য বালগংগাধর তিলকের জন্‌মের পর একশো বছর চ'লে গিয়েছে। তাই সারা দেশে কিছুদিন আগে তিলক মহারাজের জন্‌ম শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

অল্‌প বয়স থেকেই তিলক মহারাজ দেশ-সেবার কাজ শুরু করেন। মারাঠী ভাষায় "কেশরী" নামক খবরের কাগজের তিনি ছিলেন সম্‌পাদক। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেত তাঁর দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা

লাভের জন্য আকুলতা। সে সময়ে ইংরাজ দেশের রাজা। ইংরাজ সরকারের আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে তিলক মহারাজের বিচার হ'ল। বিচারে ছয়বৎসরের সাজা হ'ল।



তিলক মহারাজ

বিচার শেষ হওয়ার সংগে সংগে তাঁকে কড়া পাহারায় দূর বর্মাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। মান্‌দালয় দুর্গে ছয় বৎসর তিনি আটক ছিলেন।

লোকমান্য বালগংগাধর তিলক কেবল রাজনীতিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্‌ডিত। মান্‌দালয় দুর্গে আটক

থাকার সময়ে তিনি "গীতারহস্য" নামক প্রসিদ্ধ বইখানা লেখেন। তাঁর লেখা আরও বই আছে।

জেলের মেয়াদ শেষ হ'লে তিলক মহারাজ মান্দালয় থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং আবার দেশের কাজ করতে থাকেন। সারা জীবনটাই তিনি দেশসেবায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার দাবি প্রথম যাঁরা সাহসের সংগে ঘোষণা করেছিলেন লোকমান্য তিলক তাঁদেরই একজন।

দেশের কাজে তাঁকে বারবার বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর মত সাহসী ও দুঃখজয়ী মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। ছয় বৎসর জেলের হুকুম হওয়ার পর যখন পুলিস তাঁকে রেলগাড়িতে তুলে নিয়ে বর্মার দিকে রওনা হ'ল, দেখা গেল দশ মিনিট সময়ের মধ্যেই তিলক মহারাজ অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দুঃখে ও বিপদে তিনি কখনও কাতর হতেন না। সে সময়ে সারা ভারতে

নির্ভীক দেশনেতা হিসাবে তিলক মহারাজের খুব নাম ছিল।

আরও দু'জন বিখ্যাত নেতা সে সময়ে ছিলেন—একজন বাঙ্‌লার বিপিনচন্‌দ্র পাল, আর একজন পন্‌জাবের লালা লজপত রায়। এই তিনজন বিখ্যাত নেতাকে দেশের লোক এক সংগে বল্‌ত লাল-বাল-পাল।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার

"সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।"

পরলোকগত রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীকে বাঙ্লাদেশের লোক ভুলবে না। বাঙ্লার গুণী পুরুষগণের মধ্যে তিনি একজন। তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে তিনি বহু বৎসর শত শত ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়েছেন। যাঁরা তাঁর কাছে পড়েছেন তাঁরাই জানেন তিনি কত বড় গুণী শিক্ষক ছিলেন। সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। তাঁর রসবোধ ছিল গভীর। তাঁর বলার ভংগী ছিল অতি সরল, সহজ ও সরস। ছোট ছোট উপমা বা কাহিনী তিনি অতি চমৎকার বলতে পারতেন। সকলেই তাঁর কথা শুনতে ভালবাসত। পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল হিসাবে

তিনি বহু জায়গায় যেতেন, বহু সভায় ভাষণ দিতেন। তাঁর প্রতিটি ভাষণেই নতুন কোন-না-কোন কথা থাকত। তাঁর কথাগুলি শুনতে



রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার

যেমন ভাল লাগত তেমনি তাতে থাকত ভেবে দেখবার মতো নানা বিষয়।

রাজ্যপাল হবার পর ডক্‌টর হরেন্‌দ্রকুমার কলিকাতার রাজভবনে বাস করতেন। কিন্‌তু রাজভবনের নানা আদব-কায়দা, আরাম-আয়েস

ও সমারোহের মধ্যেও হরেন্দ্রকুমার অতি সরল সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। তাঁর পোশাক ছিল সাদাসিধা বাঙালীর পোশাক—ধুতি ও কোট। তিনি তাঁর প্রিয় থেলো হুঁকায় তামাক খেতেন। একটা পুরানো বাক্‌সে রাখতেন তাঁর কাপড়-চোপড়। যে কেউই তাঁর সংগে দেখা করতে যেত, তাঁর সহজ অমায়িক ব্যবহারে মুগ্‌ধ হয়ে যেত। রাজ্য-পালের মাসিক বেতন ৫,৫০০ টাকা। হরেন্দ্র-কুমার নিজের খরচের জন্য ৫০০ টাকা মাত্র রেখে বাকি ৫,০০০ টাকাই পরোপকারে দান করতেন। সারা জীবনে ডক্‌টর হরেন্দ্রকুমার মোট দান করেছেন পনেরো লক্ষ টাকা। জীবনে যা রোজগার করেছেন তার অতি কম অংশই নিজের খাওয়া-পরার জন্য ব্যয় করতেন। বেশির ভাগই শিক্ষাবিস্‌তারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান ক'রে গিয়েছেন।

১৯৫১ সনের অক্‌টোবর মাসে ডক্‌টর হরেন্দ্রকুমার রাজ্যপাল পদে নিযুক্‌ত হন।

রাজ্যপালের পদে তিনি কাজ করেছিলেন প্রায় পাঁচ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেশের লোকের কল্যাণের জন্য বহু ভাল কাজ ক'রে গিয়েছেন। ডক্‌টর হরেন্‌দ্রকুমার যেমন ছিলেন পণ্‌ডিত তেমনি ছিলেন কর্মী। জীবনের শেষ সময় অবধি তিনি কাজ ক'রে গিয়েছেন। একদিনের জন্যও তিনি কাজ ছেড়ে থাকেন নি। শিক্ষকরূপে, আইনসভার সদস্যরূপে ও রাজ্যপাল রূপে তিনি নানাভাবে দেশের সেবা ক'রে গিয়েছেন।

হরেন্‌দ্রকুমারের জীবনের আদর্শ আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের আদর্শের মধ্যে অনেকখানি মিল দেখা যায়। উভয়েই বাঙালীর শিক্ষাগুরু। উভয়েই খাঁটি বাঙালী। উভয়েই পরম ত্যাগী। হরেন্‌দ্রকুমার ছিলেন প্রকৃত রাজর্ষি। রাজ্যপালের আসনে ব'সেও তিনি ছিলেন ঋষির মতো সরল ও ভোগবিমুখ।

বাঙালী এই মহাপুরুষকে চিরকাল মনে রাখবে।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা

ডক্‌টর মেঘনাদ সাহার নাম তোমরা অনেকেই জান। ডক্‌টর সাহা ছিলেন একজন নাম-করা বৈজ্ঞানিক। ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিদেশেও তাঁর খুব নাম ছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্‌কার গত তিন শত বৎসরের বড় বড় দশটি আবিষ্‌কারের মধ্যে একটি। ডক্‌টর মেঘনাদ সাহা পদার্থবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করতেন।

সকল পদার্থেরই সবচেয়ে ছোট অংশের নাম অণু। অণু দিয়েই সবকিছু জিনিসের গঠন। অণুর ভিতরে থাকে বৈদ্যুতিক শক্‌তি। তাপ বা তেজের প্রভাবে অণুর এই বৈদ্যুতিক শক্‌তি উৎপন্ন হয়। খুব সাধারণ কথায় ডক্‌টর মেঘনাদ সাহার ইহাই ছিল বড় আবিষ্‌কার।

ডক্‌টর সাহা ঢাকা জিলার এক গ্রামে এক গরিব পরিবারে জন্‌মগ্রহণ করেন। শিশুকালে অনেক অভাব-অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাঁকে

লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষাগুলি খুব ভালভাবে পাস ক'রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক হন।



ডক্‌টর মেঘনাদ সাহা

তিনি এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং গবেষণা করতেন।

ডক্‌টর মেঘনাদ সাহার চেষ্‌টায় ভারতে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্‌ঠান গ'ড়ে

উঠেছে। ডক্‌টর সাহা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

বিজ্ঞান ছাড়াও নানা বিষয়ে ডক্‌টর সাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ছিলেন একজন বড় কর্মী। পূর্ব-পাকিস্‌তানের অসহায় বাস্‌তু-হারাদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। দুঃস্‌থ ও দুর্গতের প্রতি তাঁর মন সমবেদনায় ভরা ছিল।

ডক্‌টর সাহা ভারতীয় লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৩৬২ সালের ৩রা ফাল্‌গুন নয়াদিল্‌লীতে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে ডক্‌টর সাহা পরলোকগমন করেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের এবং জগতের একজন বড় বৈজ্ঞানিকের অভাব ঘটল।

শিশুদের কবি সুনির্মল

বাংলা ভাষায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ছড়া ও কবিতা রচনা ক'রে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে কবি সুনির্মল বসু এক-জন। বহুদিন ধ'রে তাঁর লেখা ছড়া ও কবিতার সংগে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের পরিচয়। নানা পত্রিকায় তিনি লিখতেন। সুনির্মল বসুর লেখা অনেক ছড়ার বইও আছে। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা প্রায় দু'শো। ছোটদের জন্য আরও অনেকেই ছড়া রচনা করেছেন, কিন্তু সুনির্মল বসুর ছড়ার মত এত সহজ ও মিষ্টি ছন্দের ছড়া খুব কমই দেখা যায়।

সারা জীবন কবি সুনির্মল বাংলা দেশের শিশুদের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখে গিয়েছেন। কবি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

"আমার কাব্য-জীবনের মূল উৎস হচ্ছে, আমার বাল্যজীবনে মা-ঠাকুরমার মুখে শোনা মধু-ঝরানো সুরেলা ছড়াগুলি। ঐ ছড়াগুলির

কাছে আমি বিশেষ ঋণী। *** ছড়া লেখা সহজ নয়। ছড়া লিখবার রীতি-নীতি ও পদ্ধতি সাধারণ রচনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।"

কবি সুনির্মল যে তাঁর কাব্যসাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর কবিতা ও



কবি সুনির্মল বসু

ছড়ার বইগুলির বহুল প্রচার। 'আবোল তাবোল'-এর সুকুমার রায় আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া শিশু-রচনায় সুনির্মলের মত দক্ষতা খুব কম কবিই অর্জন করতে পেরেছেন।

সুনির্মল বসুর হালে লেখা ছড়ার একটু নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হ'ল ঃ

হি-হি-হি-হি
পাঠশালাতে এসে আমি
শেলেট্ ভেঙেছি ;
ভুষো কালী সুখে এবার
মুখে মেখেছি।
বইগুলো সব দোরের পাশে
লুকিয়ে রেখেছি।

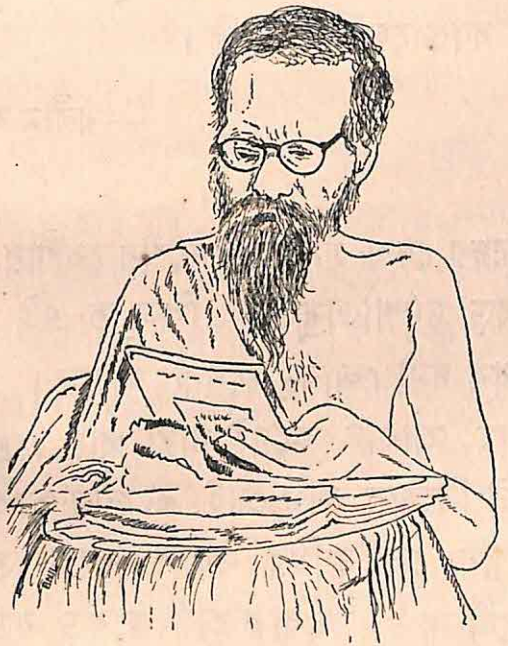
হি-হি-হি-হি।
খোকন যাবে পাঠশালাতে,
হারিয়ে গেল বই,
খোকন বাবু বসলো খেতে,
ভাঙলো ভাঁড়ের দই ;
খোকন গেল চড়তে গাছে,
উল্‌টে গেল মই,
তাইতো খোকন কয় না কথা
রাগ করেছে ঐ।

কবি যেন খোকনদের মনের কথাটি জেনে এমন সুন্দর ছন্দে তাকে গেঁথেছেন। খোকনরা যে এই ছন্দ ভালবাসবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

কবি সুনির্মল আজ আর নেই। মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে তিনি সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। আর কে এমন সুন্দর ক'রে বাংলাদেশের খোকাখুকুদের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখবে?

আচার্য বিনোবা ভাবে

এদেশে ও বিদেশে অনেকেই আজকাল আচার্য বিনোবা ভাবের নাম জানেন। ভূদান আন্‌দোলনের নেতা হিসাবে বিনোবাজীর নাম বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। বিনোবাজী



১৮৯৫ সনে মহারাষ্‌ট্র দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সন হ'তে চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি নানা ভাবে দেশের সেবা ক'রে আসছেন।

গত কয়েক বৎসর ধরে বিনোবাজী এক নূতন আন্দোলন পরিচালনা করছেন।

এ জগতে হায় সেই বেশী চায়
আছে যার ভূরি ভূরি,—
রাজার হস্ত করে সমস্ত
কাঙালের ধন চুরি।

—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের দেশ গরিব। দেশের বেশীর ভাগ লোকই বড় দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু এই গরিব দেশেও খুব ধনী লোক অনেক আছে। যারা চাষী,—চাষ আবাদ করেই যারা খায়, তাদের অনেকেরই নিজের জমি নেই, বা জমি থাকলেও এত কম যে সে জমির ফসল দিয়ে তাদের সংসার চলে না। আবার অনেক বড় বড় ধনী ও জমির মালিক আছে, যাদের নিজের দরকারের চাইতে অনেক বেশী জমি-জমা, বিষয়-আশয়, ধনদৌলত রয়েছে।

আচার্য বিনোবা ভাবে চান যে দেশের জমি বড় বড় মালিকের হাতে না থেকে সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিতরিত হোক। পৃথিবীর কোথাও কোথাও মারামারি কাটাকাটি বা জোর জবরদস্তি করে ধনীর ধন ও জমিদারের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আচার্য বিনোবা ভাবে মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য। তিনি অহিংস উপায়ে, —মারামারি কাটাকাটি না করে যাতে দেশের মংগলের জন্যই দেশের জমি সবাই সমান ভাবে পেতে পারে সেই চেষ্টা করছেন। তাঁর অনুরোধে অনেক বড় বড় জমির মালিক খুশি মনে তাঁকে জমি দান করছেন, আর বিনোবাজী সেই জমি গরিব ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন।

বিনোবাজীর আন্দোলন দেশে খুব সাড়া জাগিয়েছে। তিনি পায়ে হেঁটে হেঁটে সারা ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশের লোককে নিজের মুখে ভূমিদান আন্দোলনের কথা

বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর আন্দোলন সফল হলে দেশের দুঃখ দারিদ্র্য অনেকটা ঘুচবে। মারামারি কাটাকাটি ছাড়াই দেশের জমি সমান ভাবে সবাই ভোগ করতে পারবে।

গণ-শিক্ষা গ্রন্থমালা

—:)★(:—

আমাদের দেশ
ধানের কথা
পাটের কথা
কাজের কথা—১ম
কাজের কথা—২য়
পুরাণ কাহিনী
স্মরণীয় যাঁরা
টাকাকড়ির কথা
সেকালের কথা
পুরাতনী—১ম-৩য়

মানুষের মত মানুষ
নানা কাজের কথা
পাঁচ মিশেলী
দেশী ও বিদেশী
গল্পে মেঘনাদবধ
গল্পসল্প
কবিতা ও ছড়া
ইতিহাসের মালা

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২